কুতুবে সিত্তাহ'র ছুলাছিয়াত
সমগ্র

সংকলনেঃ আফফান বিন তৈয়ব

❋ সঙ্কলকের কিছু কথা:

বাংলা ভাষায় ছুলাছিয়াত সম্পর্কে তেমন পরিচিতি নেই। ছুলাছিয়াত হল সেই হাদীছ যার রাবী সংখ্যা মাত্র তিনজন। অর্থাৎ হাদীছ সংকলক থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছতে তিনজন রাবীর মধ্যস্ততা।

হাদীছ বিষয়ে অত্যধিক আগ্রহ থাকার দরুন বিভিন্ন বইপত্র পড়াশোনা করি। এই অধ্যয়ন চলাকালে ছুলাছিয়াতের সাথে পরিচিতি হই এবং কুতুবে সিত্তাহর ছুলাছিয়াত সমূহের সন্ধান পাই। আশাকরি এই পুস্তিকাই বাংলা ভাষার প্রথম ছুলাছিয়াত হাদীছ সমূহের পরিচিতি ও তার মর্যাদা সাধারণের কাছে পৌঁছাবে ইনশাআল্লাহ।

পুস্তিকাটির ইবারাত ও হাদীছগুলো "বাংলা হাদিস" অ্যাপ থেকে নেয়া হয়েছে। "বাংলা হাদিস" অ্যাপ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ইমেইল মারফত নেয়া হয়েছে। এবং যেসব ভাইয়েরা বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন তাদের শুকরিয়া আদায় করছি

পুস্তিকায় ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাই কোন ত্রুটি নজরে আসলে দলীলসহ অধমকে জানালে যাচাই করে সংশোধনে সচেষ্ট থাকবো ইনশাআল্লাহ।

Email : affantaiyab@gmail.com

❋ আহমাদুল্লাহ সৈয়দপুরী'র বক্তব্য:

স্নেহের আফফানের সংকলিত ছুলাছিয়াত-এর প্রবন্ধটি পাঠ করলাম। জানা মতে, এ বিষয়ক সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য ভাষায় এটাই প্রথম সংকলন। আমি লেখাটির বহুল প্রচার কামনা করি।

বিনীত

আহমাদুল্লাহ

সৈয়দপুর, নীলফামারী

ভূমিকা:

ইসনাদ বা সানাদ হচ্ছে উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্য একটি গৌরবময় বৈশিষ্ট্য, যা পূর্ববর্তী অন্য কোন জাতির ছিল না। আর এটি একটি নির্ভরযোগ্য সুন্নাত বা বৈশিষ্ট্য।

ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারাক رحمه الله বলেন,

الإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ وَلَوْلاَ الإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاء

হাদীছের সানাদ বর্ণনা করা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। যদি সানাদ না থাকতো তাহলে যার যা ইচ্ছা তাই বলতো। [সহীহ মুসলিম, মুকাদ্দামা]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল رحمه الله বলেছেন,

طلب الإسناد العالى سنة عمن سلف

সানাদে আলী (উচ্চ মানের সানাদ/Shorter Chain of Narrators) অন্বেষণ করা সালাফে সালেহীনের সুন্নাত।

অধিকাংশ সাহাবী বিশেষ করে আবূ আইয়ুব رضى الله عنه ও জাবির رضى الله عنه সানাদে আলী এর জন্য সফর করেছেন। সানাদে আলী হল যার রাবী বা বর্ণনাকারীর

সংখ্যা অন্যান্য সানাদের তুলনায় কম। [হাদীসের পরিভাষা, পৃঃ ১৭০-৭১ থেকে সংক্ষেপে; Kitāb Ma'rifat anwā' 'ilm al-hadīth, p:183]

হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানী رحمه الله বলেন, সাধারণ উচ্চ সানাদের সাথে সাথে যদি সেটি সহীহও হয়, তাহলে তা হবে সর্বোচ্চ পর্যায়ের উচ্চ। আর যদি তা না হয়, তাহলে যতক্ষণ তা মাওদ্বু বা মিথ্যা না হয়, ততক্ষণ এ উচ্চতা বিবেচ্য হবে। [শারহু নুখবাতিল ফিকার, পৃঃ ২৪৭]

সানাদে আলীর একটি প্রকরণ হল ছুলাছিয়াত বা তিনজন রাবী মধ্যস্ততায় বর্ণিত হাদীছ। "মুয়াত্তা ইমাম মালিক" এ ৪০টি এমন হাদীছও রয়েছে যেগুলোর মাত্র দুইজন রাবীর মধ্যস্ততায় বর্ণিত। [মুয়াত্তা ইমাম মালিক, ১/৫১ পৃঃ]

৯০ ছুলাছিয়াত ০৫

ছুলাছিয়াত মানে হচ্ছে ঐসব রিওয়ায়াত যাতে লেখক ও রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم এর মধ্যে মাধ্যম হবে মাত্র তিন জন। [হাদীসের পরিভাষা, পৃঃ ১৭৪]

ছুলাছিয়াত বিষয়ক কতিপয় কিতাবাদি:

০১. ছুলাছিয়াতুল বুখারী লি ইবনে হাজার,

০২. ছুলাছিয়াতু আহমাদ বিন হাম্বল লি আল সাফারিনী,

০৩. আছ ছুলাছিয়াত ফিল হাদীছু নাওয়াওয়ী লি আশরাফ বিন আব্দুর রহীম,

০৪. منة الباري بشرح ثلاثيات البخاري

ঞ সহীহ বুখারীর ছুলাছিয়্যাত সমূহ ঞ

সহীহ বুখারীতে ২২টি ছুলাছি হাদীছ রয়েছে।

◈ হাদীছ নং ১:

حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ يَقُلْ عَلَىَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ "

সালামাহ ইবনুল আকওয়া رضى الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূল صلى الله عليه وسلم – কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আমার উপর এমন কথা আরোপ করে যা আমি বলিনি, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়। [সহীহ বুখারী, হা/১০৯]

এই হাদীছটি সহীহ বুখারীর প্রথম ছুলাছি এবং এটি একটি মুতাওয়াতির হাদীছও বটে। এই হাদীছটি متواتر با اللفظ মুতাওয়াতির বিল লাফয। অর্থাৎ একই মতন বা ভাষ্যে ব্যাপক আকারে এ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। আল্লামা শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমীন رحمه الله বলেন, এই হাদীছটি ৬০ জন সাহাবা এবং যাদের মধ্যে ১০ জন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত (সাহাবীরাও আছেন) এবং পরবর্তীদের অনেকে বর্ণনা করেছেন। [Mustalah al-Hadeeth, Pg/5] ড.বিলাল ফিলিপস حفظه الله বলেন, এই হাদীছটি ৭০এর অধিক সাহাবী ও পরবর্তী রাবীগন একই রকম শব্দে বর্ণনা করেছেন। [Usool Al-Hadeeth, Pg/93]

◈ হাদীছ নং ২:

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ، قَالَ كَانَ جِدَارُ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ مَا كَادَتِ الشَّاةُ تَجُوزُهَا.

সালামাহ رضى الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: মসজিদের দেওয়াল ছিল মিম্বরের এত কাছে যে, মাঝখান দিয়ে একটা বকরীরও চলাচল কঠিন ছিল। [সহীহ বুখারী, হা/৪৯৭]

◈ হাদীছ নং ৩:

الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ كُنْتُ آتِي مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ فَيُصَلِّي عِنْدَ الأُسْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ فَقُلْتُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلاَةَ عِنْدَ هَذِهِ الأُسْطُوَانَةِ قَالَ فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ يَتَحَرَّى الصَّلاَةَ عِنْدَهَا.

ইয়াযীদ ইবনু আবূ ‘উবায়দ رحمه الله হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি সালামাহ ইবনুল আকওয়া’ رضى الله عنه-এর নিকট আসতাম। তিনি সর্বদা মসজিদে নাববীর সেই স্তম্ভের নিকট সালাত আদায় করতেন যা ছিল মুসহাফের নিকটবর্তী। আমি তাঁকে বললামঃ হে আবূ মুসলিম! আমি আপনাকে সর্বদা এই স্তম্ভ খুঁজে বের করে সামনে রেখে সালাত আদায় করতে দেখি (এর কারণ কী?) তিনি বললেনঃ আমি নাবী صلى الله عليه وسلم - কে এটি খুঁজে বের করে এর নিকট সালাত আদায় করতে দেখেছি। [সহীহ বুখারী, হা/৫০২]

◈ হাদীছ নং ৪:

الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْمَغْرِبَ إِذَا تَوَارَتْ بِالْحِجَاب.

সালামাহ رضى الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূর্য পর্দার আড়ালে ঢাকা পড়ে যাওয়ার সাথে সাথেই আমরা নাবী صلى الله عليه وسلم-এর সঙ্গে মাগরিবের সালাত আদায় করতাম। [সহীহ বুখারী, হা/৫৬১]

◈ হাদীছ নং ৫ ও ৬:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ رَجُلاً يُنَادِي فِي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ إِنَّ مَنْ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ أَوْ فَلْيَصُمْ وَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ فَلاَ يَأْكُل

সালামাহ ইবনুল আকওয়া‘ رضى الله عنه হতে বর্ণিত যে, ‘আশূরার দিন নাবী صلى الله عليه وسلم এক ব্যক্তিকে এ বলে লোকদের মধ্যে ঘোষণা দেয়ার জন্য পাঠালেন যে, যে ব্যক্তি খেয়ে ফেলেছে সে যেন পূর্ণ করে নেয় অথবা বলেছেন, সে যেন সওম আদায় করে নেয় আর যে এখনো খায়নি সে যেন আর না খায়। [সহীহ বুখারী, হা/১৯২৪]

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ أَنْ أَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنَّ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاء

সালামাহ ইবনুল আকওয়া‘ رضی الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী صلى الله عليه وسلم আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তিকে লোকজনের মধ্যে এ মর্মে ঘোষণা দিতে আদেশ করলেন যে, যে ব্যক্তি খেয়েছে, সে যেন দিনের বাকি অংশে সওম পালন করে, আর যে খায়নি, সেও যেন সওম পালন করে। কেননা আজকের দিন ‘আশূরার দিন। [সহীহ বুখারী, হা/২০০৭]

◈ হাদীছ নং ৭ ও ৮:

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا لاَ قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لاَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قِيلَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا ثَلاَثَةَ دَنَانِيرَ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّالِثَةِ فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ هَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لاَ قَالَ فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا ثَلاَثَةُ دَنَانِيرَ قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيَّ دَيْنُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ

সালামাহ ইবনুল আকওয়া رضى الله عنه হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, একদিন আমরা নাবী صلى الله عليه وسلم -এর নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় একটি জানাযা উপস্থিত করা হল। সাহাবীগণ বললেন, আপনি তার জানাযার সালাত আদায় করে দিন। নাবী صلى الله عليه وسلم বললেন, তার কি কোন ঋণ আছে? তারা বলল, না। তিনি বললেন, সে কি কিছু রেখে গেছে? তারা বলল, না। তখন তিনি তার জানাযার সালাত আদায় করলেন। তারপর আরেকটি জানাযা উপস্থিত করা হল। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! আপনি জানাযার সালাত আদায় করে দিন। তিনি বললেন, তার কি কোন ঋণ আছে? বলা হল, হ্যাঁ, আছে। তিনি বললেন, সে কি কিছু রেখে গেছে? তারা বললেন, তিনটি দিনার। তখন তিনি তার জানাযার সালাত আদায় করলেন। তারপর তৃতীয় আরেকটি জানাযা উপস্থিত করা হল। সাহাবীগণ বললেন, আপনি তার জানাযা আদায় করুন। তিনি বলেন, সে কি কিছু রেখে গেছে। তারা বললেন, না। তিনি বললেন, তার কি কোন ঋণ আছে। তারা বললেন, তিন দিনার। তিনি বললেন, তোমাদের এ লোকটির সালাত তোমরাই আদায় করে নাও। আবূ কাতাদাহ رضى الله عنه বললেন, হে আল্লাহর রাসূল صلى الله عليه وسلم! তার জানাযার সালাত আদায় করুন, তার ঋণের জন্য আমি দায়ী। তখন তিনি তার জানাযার সালাত আদায় করলেন। [সহীহ বুখারী, হা/২২৮৯]

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا لاَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا نَعَمْ قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى عَلَيْهِ

সালামাহ ইবনলু আকওয়া رضى الله عنه হতে বর্ণিত যে, একদিন নাবী صلى الله عليه وسلم -এর কাছে সালাতে জানাযা আদায়ের জন্য একটি জানাযা উপস্থিত করা হল। তখন নাবী صلى الله عليه وسلم জিজ্ঞেস করলেন, তার কি কোন ঋণ আছে? সাহাবীগণ বললেন, না। তখন তিনি তার জানাযার সালাত আদায় করলেন। তারপর আরেকটি জানাযা উপস্থিত করা হল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তার কি কোন ঋণ আছে? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমাদের সাথীর সালাতে জানাযা তোমরাই আদায় করে নাও। আবূ কাতাদাহ رضى الله عنه বললেন, হে আল্লাহর রাসূল صلى الله عليه وسلم! তার ঋণের দায়-দায়িত্ব আমার উপর। তখন তিনি তার জানাযার সালাত আদায় করলেন। [সহীহ বুখারী, হা/২২৯৫]

◈ হাদীছ নং ৯ ও ১০:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى نِيرَانًا تُوقَدُ يَوْمَ خَيْبَرَ قَالَ عَلَى مَا تُوقَدُ هَذِهِ النِّيرَانُ قَالُوا عَلَى الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ قَالَ اكْسِرُوهَا وَأَهْرِقُوهَا قَالُوا أَلاَ نُهَرِيقُهَا وَنَغْسِلُهَا قَالَ اغْسِلُو

সালামাহ ইবনুল আকওয়া رضى الله عنه হতে বর্ণিত যে, নাবী صلى الله عليه وسلم খায়বার যুদ্ধে আগুন প্রজ্বলিত দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এ আগুন কেন জ্বালানো হচ্ছে? সাহাবীগণ বললেন, গৃহপালিত গাধার গোশত রান্না করার জন্য। তিনি صلى الله عليه وسلم বললেন, পাত্রটি ভেঙ্গে দাও এবং গোশত ফেলে দাও। তাঁরা বললেন, আমরা গোশত ফেলে দিয়ে পাত্রটা ধুয়ে নিব কি? তিনি বললেন, ধুয়ে নাও। [সহীহ বুখারী, হা/২৪৭৭, ৫৪৯৭]

◈ হাদীছ নং ১১, ১২ ও ১৩:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ، أَنَّ أَنَسًا، حَدَّثَهُمْ أَنَّ الرُّبَيِّعَ ـ وَهْىَ ابْنَةُ النَّضْرِ ـ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا الأَرْشَ وَطَلَبُوا الْعَفْوَ، فَأَبَوْا فَأَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُمْ بِالْقِصَاصِ. فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا فَقَالَ " يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ ". فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ ". زَادَ الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَقَبِلُوا الأَرْش

আনাস رضى الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রুবাইয়্যি বিনতে নাযর رضى الله عنه এক কিশোরীর সামনের দাঁত ভেঙ্গে ফেলেছিল। তারা ক্ষতিপূরণ দাবি করল আর অপর পক্ষ ক্ষমা চাইল। তারা অস্বীকার করল এবং নাবী صلى الله عليه وسلم এর কাছে এল। তিনি কিসাসের নির্দেশ দিলেন। আনাস ইবনু নাযর رضى الله عنه তখন বললেন, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ صلى الله عليه وسلم! রুবাইয়্যি এর দাঁত ভাঙ্গা হবে? না, যিনি আপনাকে সত্য সহ পাঠিয়েছেন তাঁর কসম তার দাঁত ভাঙ্গা হবে না। তিনি বললেন, হে আনাস, আল্লাহর বিধান হল কিসাস।’ তারপর বাদীপক্ষ রাজি হয় এবং ক্ষমা করে দেয়। তখন নাবী صلى الله عليه وسلم বললেন, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এমন বান্দাও রয়েছেন যে, আল্লাহর নামে কোন কসম করলে তা পূরণ করেন। ফাযারী (রহঃ) হুমায়দ (রহঃ) সূত্রে আনাস رضى الله عنه থেকে রিওয়ায়াত করতে গিয়ে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, তখন লোকেরা সম্মত হল এবং ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করল। [সহীহ বুখারী, হা/২৭০৩]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، أَنَّ أَنَسًا، حَدَّثَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاص".

আনাস رضى الله عنه তাদের কাছে নাবী صلى الله عليه وسلم থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, আল্লাহর কিতাবেই কিসাসের নির্দেশ রয়েছে। [সহীহ বুখারী, হা/৪৪৯৯; হা/৬৮৯৪]

◈ হাদীছ নং ১৪ ও ১৫:

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ أَبِيْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى ظِلِّ الشَّجَرَةِ فَلَمَّا خَفَّ النَّاسُ قَالَ يَا ابْنَ الأَكْوَعِ أَلَا تُبَايِعُ قَالَ قُلْتُ قَدْ بَايَعْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ وَأَيْضًا فَبَايَعْتُهُ الثَّانِيَةَ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تُبَايِعُوْنَ يَوْمَئِذٍ قَالَ عَلَى الْمَوْت

সালামাহ رضى الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘আমি নাবী صلى الله عليه وسلم-এর নিকট বায়‘আত করলাম। অতঃপর আমি একটি বৃক্ষের ছায়ায় গেলাম। মানুষের ভীড় কমে গেলে, (তাঁর নিকট উপস্থিত হলে) আল্লাহর রাসূল صلى الله عليه وسلم আমাকে বললেন, ‘ইবনু আকওয়া‘! তুমি কি বায়‘আত করবে না?’ আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রাসূল صلى الله عليه وسلم! আমি তো বায়‘আত করেছি।’ আল্লাহর রাসূল صلى الله عليه وسلم বললেন, ‘আরেক বার।’ তখন আমি দ্বিতীয় বার আল্লাহর রাসূল صلى الله عليه وسلم-এর নিকট বায়‘আত করলাম। (বর্ণনাকারী) বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস

করলাম, ‘হে আবূ মুসলিম! সেদিন তোমরা কোন্ জিনিসের উপর বায়‘আত করেছিলে?’ তিনি বললেন, ‘মৃত্যুর উপর’। [সহীহ বুখারী, হা/২৯৬০, হা/৭২০৮]

◈ হাদীছ নং ১৬:

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ أَبِيْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ خَرَجْتُ مِنْ الْمَدِيْنَةِ ذَاهِبًا نَحْوَ الْغَابَةِ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِثَنِيَّةِ الْغَابَةِ لَقِيَنِيْ غُلَامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قُلْتُ وَيْحَكَ مَا بِكَ قَالَ أُخِذَتْ لِقَاحُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ مَنْ أَخَذَهَا قَالَ غَطَفَانُ وَفَزَارَةُ فَصَرَخْتُ ثَلَاثَ صَرَخَاتٍ أَسْمَعْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا يَا صَبَاحَاهْ يَا صَبَاحَاهْ ثُمَّ انْدَفَعْتُ حَتَّى أَلْقَاهُمْ وَقَدْ أَخَذُوْهَا فَجَعَلْتُ أَرْمِيْهِمْ وَأَقُوْلُ : أَنَا ابْنُ الأَكْوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعْ فَاسْتَنْقَذْتُهَا مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَشْرَبُوْا فَأَقْبَلْتُ بِهَا أَسُوقُهَا فَلَقِيَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ الْقَوْمَ عِطَاشٌ وَإِنِّيْ أَعْجَلْتُهُمْ أَنْ يَشْرَبُوْا سِقْيَهُمْ فَابْعَثْ فِيْ إِثْرِهِمْ فَقَالَ يَا ابْنَ الأَكْوَعِ مَلَكْتَ فَأَسْجِحْ إِنَّ الْقَوْمَ يُقْرَوْنَ فِيْ قَوْمِهِم

সালামাহ رضى الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি গাবাহ্ নামক স্থানে যাবার উদ্দেশ্যে মদিনা্ থেকে বের হলাম। যখন আমি গাবাহর উঁচুস্থানে পৌঁছলাম, সেখানে আমার সঙ্গে ‘আবদুর রাহমান ইবনু আউফ رضى الله عنه-এর গোলামের সাক্ষাৎ ঘটল। আমি বললাম, আশ্চর্য! তোমার কী হয়েছে? সে বলল, নাবী صلى الله عليه وسلم-এর দুগ্ধবতী উটনীগুলো ছিনতাই হয়েছে। আমি বললাম, কারা ছিনতাই করেছে? সে বলল, গাতফান ও ফাযারাহ্ গোত্রের লোকেরা। তখন আমি বিপদ, বিপদ বলে তিন বার চিৎকার দিলাম। আর মদিনার দুই কঙ্করময় ভূমির মাঝে যত লোক ছিল

সবাইকে আওয়াজ শুনিয়ে দিলাম। অতঃপর আমি দ্রুত ছুটে গিয়ে ছিনতাইকারীদের পেয়ে গেলাম। তারা উটনীগুলোকে নিয়ে যাচ্ছিল। আমি তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে থাকলাম। আর বলতে লাগলাম, আমি আকওয়া'র পুত্র আর আজ কমিনাদের ধ্বংসের দিন। আমি তাদের থেকে উটগুলো উদ্ধার করলাম, তখনও তারা পানি পান করতে পারেনি। আর আমি সেগুলোকে হাঁকিয়ে নিয়ে আসছিলাম। এ সময়ে নাবী صلى الله عليه وسلم-এর সঙ্গে আমার দেখা হয়, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! লোকগুলো তৃষ্ণার্ত। আমি এত তাড়াতাড়ি কাজ সেরেছি যে, তারা পানি পান করার সুযোগ পায়নি। শীঘ্র তাদের পেছনে সৈন্য পাঠিয়ে দিন। তখন তিনি বললেন, 'হে ইবনু আক্ওয়া! তুমি তাদের উপর বিজয়ী হয়েছ, এখন তাদের কথা বাদ রাখ। তারা তাদের গোত্রের নিকট পৌঁছে গেছে।' [সহীহ বুখারী, হা/৩০৪১]

◈ হাদীছ নং ১৭:

حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُسْرٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَرَأَيْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ شَيْخًا قَالَ كَانَ فِي عَنْفَقَتِهِ شَعَرَاتٌ بِيض

হারীয ইবনু 'উসমান رحمه الله থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী صلى الله عليه وسلم এর সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনু বুসর رضى الله عنه কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি নাবী صلى الله عليه وسلم কে দেখেছেন যে, তিনি বৃদ্ধ ছিলেন? তিনি বললেন, নাবী صلى الله عليه وسلم এর নিম দাঁড়িতে কয়েকটি চুল সাদা ছিল। [সহীহ বুখারী, হা/৩৫৪৬]

◈ হাদীছ নং ১৮:

الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ أَبِيْ عُبَيْدٍ قَالَ رَأَيْتُ أَثَرَ ضَرْبَةٍ فِيْ سَاقِ سَلَمَةَ فَقُلْتُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ مَا هَذِهِ الضَّرْبَةُ فَقَالَ هَذِهِ ضَرْبَةٌ أَصَابَتْنِيْ يَوْمَ خَيْبَرَ فَقَالَ النَّاسُ أُصِيْبَ سَلَمَةُ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَنَفَثَ فِيْهِ ثَلَاثَ نَفَثَاتٍ فَمَا اشْتَكَيْتُهَا حَتَّى السَّاعَة

ইয়াযীদ ইবনু আবূ ‘উবায়দ رحمه الله হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সালামাহ (ইবনুল আকওয়া) رضى الله عنه-এর পায়ের নলায় আঘাতের চিহ্ন দেখে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আবূ মুসলিম! এ আঘাতটি কিসের? তিনি বললেন, এ আঘাত আমি খাইবার যুদ্ধে পেয়েছিলাম। লোকজন বলাবলি করল, সালামাহ رضى الله عنه মারা যাবে। আমি নাবী صلى الله عليه وسلم-এর কাছে আসলাম। তিনি ক্ষতটিতে তিনবার ফুঁ দিলেন। ফলে আজ পর্যন্ত এসে কোন ব্যথা অনুভব করিনি। [সহীহ বুখারী, হা/৪২০৬]

◈ হাদীছ নং ১৯:

أَبُوْ عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ أَبِيْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَغَزَوْتُ مَعَ ابْنِ حَارِثَةَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَيْنَا

সালামাহ ইবনুল আকওয়া‘ رضى الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী صلى الله عليه وسلم-এর সঙ্গে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি এবং যায়দ ইবনু হারিসাহ্

صلى الله عليه وسلم তাঁকে (যায়দকে) আমাদের সেনাধ্যক্ষ নিয়োগ করেছিলেন। [সহীহ বুখারী, হা/৪২৭২] رضى الله عنه-এর সঙ্গেও যুদ্ধে অংশ নিয়েছি। নাবী

◈ হাদীছ নং ২০:

أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلاَ يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَبَقِيَ فِي بَيْتِهِ،، مِنْه" شَيْءٌ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي قَالَ كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا فَإِنَّ ذٰلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا

সালামাহ ইবনুল আকওয়া‘ رضى الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী صلى الله عليه وسلم বলেছেনঃ তোমাদের যে লোক কুরবানী করেছে, সে যেন তৃতীয় দিনে এমন অবস্থায় সকাল অতিবাহিত না করে যে, তার ঘরে কুরবানীর গোশ্ত কিছু থেকে যায়। পরবর্তী বছর আসলে, সহাবীগণ বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল صلى الله عليه وسلم! আমরা কি তেমন করব, যেমন গত বছর করেছিলাম? তখন তিনি বললেনঃ তোমরা নিজেরা খাও, অন্যকে খাওয়াও এবং সঞ্চয় করে রাখ, কারণ গত বছর মানুষের মধ্যে ছিল অনটন। তাই আমি চেয়েছিলাম, তোমরা তাতে সহযোগিতা কর। [সহীহ বুখারী, হা/৫৫৬৯ ; আদাবুল মুফরাদ, হা/৫৬৫]

◈ হাদীছ নং ২১:

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَسْمِعْنَا يَا عَامِرُ مِنْ هُنَيْهَاتِكَ. فَحَدَا بِهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " مَنِ السَّائِقُ " قَالُوا عَامِرٌ. فَقَالَ " رَحِمَهُ اللَّهُ ". فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلاَّ أَمْتَعْتَنَا بِهِ. فَأُصِيبَ صَبِيحَةَ لَيْلَتِهِ فَقَالَ الْقَوْمُ حَبِطَ عَمَلُهُ، قَتَلَ نَفْسَهُ. فَلَمَّا رَجَعْتُ وَهُمْ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ، فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ. فَقَالَ " كَذَبَ مَنْ قَالَهَا، إِنَّ لَهُ لأَجْرَيْنِ اثْنَيْنِ، إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ، وَأَىُّ قَتْلٍ يَزِيدُهُ عَلَيْهِ "

সালামাহ رضى الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী صلى الله عليه وسلم এর সাথে খায়বার অভিমুখে রওয়ানা হলাম। তখন তাদের এক ব্যক্তি বলল, হে আমির! তোমরা আমাদেরকে উট চালনার কিছু সঙ্গীত শোনাও। সে তাদেরকে তা গেয়ে শোনাল। তখন নাবী صلى الله عليه وسلم বললেনঃ চালকটি কে? তারা বলল, আমির। তিনি বললেন, আল্লাহ তাকে রহম করুন। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল صلى الله عليه وسلم! আমাদেরকে তার থেকে দীর্ঘকাল উপকৃত হবার সুযোগ করে দিন। পরদিন সকালে আমির নিহত হল। তখন লোকেরা বলতে লাগল তার আমল বরবাদ হয়ে গেছে, সে নিজেকে হত্যা করেছে। যখন আমি ফিরলাম, আর লোকেরা বলাবলি করছিল যে, আমিরের আমল বরবাদ হয়ে গেছে, তখন আমি নাবী صلى الله عليه وسلم এর নিকট এলাম এবং বললাম, হে আল্লাহর নাবী صلى الله عليه وسلم! আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কুরবান। তাদের ধারনা, আমিরের আমল বরবাদ হয়ে গেছে। তিনি صلى الله عليه وسلم বললেন, যে এমনটি বলেছে মিথ্যা বলেছে কেননা আমিরের জন্য দ্বিগুন পুরস্কার। কারণ সে (সৎ কাজে) অতিশয় যত্নবান,

(আল্লাহর রাস্তায়) মুজাহিদ। অন্য কোন প্রকার হত্যা এর চেয়ে অধিক পুরস্কারের অধিকারী করতে পারে। [সহীহ বুখারী, হা/৬৮৯১]

◈ হাদীছ নং ২২:

حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ طَهْمَانَ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ . رضى الله عنه . يَقُولُ نَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ فِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَأَطْعَمَ عَلَيْهَا يَوْمَئِذٍ خُبْزًا وَلَحْمًا وَكَانَتْ تَفْخَرُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَانَتْ تَقُولُ إِنَّ اللَّهَ أَنْكَحَنِي فِي السَّمَاءِ

আনাস ইবনু মালিক رضى الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যায়নাব বিনত জাহাশ (রাঃ) কে কেন্দ্র করে পর্দার আয়াত নাযিল হয়। নাবী صلى الله عليه وسلم যায়নাবের সাথে তার বিবাহ উপলক্ষে ওয়ালিমা হিসাবে সেদিন রুটি ও গোশত আহার করিয়ে ছিলেন। সহধর্মিণীদের উপর যায়নাব (রাঃ) গৌরব করে বলতেন, আল্লাহ তো আসমানে আমার বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন। [সহীহ বুখারী, হা/৭৪২১]

꧁ সহীহ মুসলিম ꧂

সহীহ মুসলিমে কোন ছুলাছি হাদীছ নেই। এই গ্রন্থের সর্বোচ্চ বর্ণনাসূত্র “রুবাঈ” বা চারজন রাবী বিশিষ্ট। [তোহফায়ে তাকমীল, পৃঃ ১৩২]

৪১ সুনান আবূ দাউদ ৫২

সুনান আবূ দাউদে মাত্র ১টি ছুলাছি হাদীছ রয়েছে।

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ أَبُو طَالُوتَ، قَالَ: شَهِدْتُ أَبَا بَرْزَةَ دَخَلَ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ، فَحَدَّثَنِي فُلَانٌ – سَمَّاهُ مُسْلِمٌ وَكَانَ فِي السِّمَاطِ – فَلَمَّا رَآهُ عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ مُحَمَّدِيَّكُمْ هَذَا الدَّحْدَاحُ، فَفَهِمَهَا الشَّيْخُ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَحْسَبُ أَنِّي أَبْقَى فِي قَوْمٍ يُعَيِّرُونِي بِصُحْبَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ: إِنَّ صُحْبَةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ زَيْنٌ غَيْرُ شَيْنٍ، قَالَ: إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِأَسْأَلَكَ عَنِ الْحَوْضِ، سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ فِيهِ شَيْئًا؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَرْزَةَ: نَعَمْ لَا مَرَّةً، وَلَا ثِنْتَيْنِ، وَلَا ثَلَاثًا، وَلَا أَرْبَعًا، وَلَا خَمْسًا، فَمَنْ كَذَّبَ بِهِ فَلَا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْهُ، ثُمَّ خَرَجَ مُغْضَبًا

আব্দুল সালাম ইবনু আবূ হাযিম আবূ তালূত رحمه الله বলেন, আমি আবূ বারযাহ رضى الله عنه-কে দেখেছি, তিনি উবাইদুল্লাহ ইবনু যিয়াদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। সেখানে লোকজনের সাথে উপস্থিত মুসলিম নামীয় এক ব্যক্তি আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করে বলেন, উবাইদুল্লাহ তাঁকে দেখে বললো, তোমাদের এই বেটে ও মাংসল মুহাম্মাদী। শায়খ (আবূ বারযাহ) কথাটি বুঝতে পারলেন। তিনি বললেন, মুহাম্মাদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-এর সাহচর্য লাভকারী আমার মতো ব্যক্তি এসব লোকের মাঝে অবস্থান করা উচিৎ নয় যারা আমাকে (তাঁর সাহাবী হওয়ায়) দোষারোপ করে। উবাইদুল্লাহ তাকে বললো, মুহাম্মাদ صلى الله عليه وسلم-এর সাহচর্য লাভ তো আপনার

জন্য গৌরবের বিষয়, দোষের বিষয় নয়। পুনরায় সে বললো, আমি আপনার নিকট হাওযে কাওসার সম্পর্কে প্রশ্ন করার জন্য আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি। আপনি কি রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم-কে এ বিষয়ে কিছু বলতে শুনেছেন? আবূ বারযাহ رضى الله عنه বলেন, হ্যাঁ, একবার নয়, দু'বার নয়, তিন বার নয়, চারবার নয়, পাঁচ বার নয় (অনেকবার শুনেছি)। যে ব্যক্তি তা মিথ্যা জানবে তাকে আল্লাহ তা থেকে পান করাবেন না। অতঃপর তিনি রাগান্বিত অবস্থায় চলে গেলেন। [সুনান আবূ দাউদ, হা/৪৭৪৯ ; মুসনাদে আহমাদ, হা/১৯৭৭৯ ; তাহক্বীক্ব আলবানীঃ সহীহ, তাহক্বীক্ব আলী যাইঃ সহীহ, তাহক্বীক্ব আরনাউত্বঃ হাদীছ সহীহ, সানাদ দ্বঈফ]

ঌ সুনান আত তিরমিযী ে

মুহাদ্দিসীনে কেরামের অনুসন্ধানী সমীক্ষা অনুযায়ী সুনান আত তিরমিযীর মাঝে একটি মাত্র ছুলাছি হাদীছ রয়েছে। [তোহফায়ে তাকমীল, পৃঃ ৮৩]

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ ابْنُ بِنْتِ السُّدِّيِّ الْكُوفِيِّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَاكِرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَى دِينِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ

আনাস ইবনু মালিক رضى الله عنه হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেনঃ মানুষের উপর এমন একটি যুগের আগমন ঘটবে যখন তার পক্ষে দ্বীনের উপর ধৈর্য ধারণ করে থাকাটা জ্বলন্ত অঙ্গার মুষ্টিবদ্ধ করে রাখা ব্যক্তির মতো কঠিন হবে। [সুনান আত তিরমিযী, হা/২২৬০ ; তাহক্বীক্ব তিরমিযীঃ গারীব। উমার ইবনু শাকির বসরার অধিবাসী মুহাদ্দিস। তার সূত্রে একাধিক হাদীছ বিশারদ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাহক্বীক্ব আলবানীঃ সহীহ, তাহক্বীক্ব আলী যাইঃ সানাদ দ্বঈফ, তবে শাহেদ সহীহ । তাহক্বীক্ব আরনাউত্বঃ সহীহ লিগয়রিহী, উমার বিন শাকিরের দুর্বলতার কারণে সানাদ দ্বঈফ]

* হাদীছটির বেশ কিছু শাহেদ রয়েছে। যা হাদীছটির মতন শক্তিশালী করে। যেমনঃ তিরমিযী, হা/৩০৫৮; আবূ দাউদ, হা/৪৩৪১ ইবনে মাজাহ, হা/৪০১৪ মিশকাত, হা/৫১৪৪।

৯ সুনান আন নাসাঈ ৎ

সুনান আন নাসাঈতেও কোন ছুলাছি হাদীছ নেই। এই গ্রন্থের সর্বোচ্চ বর্ণনাসূত্র "রুবাঈ" বা চারজন রাবী বিশিষ্ট। [তোহফায়ে তাকমীল, পৃঃ ১৩২] বরং নাসাঈতে সূরা ইখলাসের ফাদ্বীলাত সম্পর্কে দীর্ঘতম সানাদের হাদীছ বিদ্যমান। যার রাবী সংখ্যা দশজন। এ ধরনের হাদীছকে الحديث العشرى বলা হয়। [তোহফায়ে তাকমীল, পৃঃ ১১৭]

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ امْرَأَةٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } ثُلُثُ الْقُرْآنِ

আবূ আয়্যুব رضى الله عنه সূত্রে নাবী صلى الله عليه وسلم থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, "কুল হুয়াল্লাহু আহাদ" কুরআনের এক তৃতীয়াংশ। ইমাম নাসাঈ رحمه الله এই সানাদ সম্পর্কে বলেনঃ مَا أَعْرِفُ إِسْنَادًا أَطْوَلَ مِنْ هَذَا . এ সানাদের চেয়ে কোন দীর্ঘ সানাদ আমার জানা নেই। [সুনান আন নাসাঈ, হা/৯৯৬ ; তাহক্বীক্ব আলবানীঃ সহীহ, তাহক্বীক্ব আলী যাইঃ হাসান]

∞ সুনান ইবনে মাজাহ ∞

সুনান ইবনে মাজাহ’তে ৫টি ছুলাছি হাদীছ রয়েছে। যার সবগুলো একই সানাদে বর্ণিত।

◈ হাদীছ নং ১:

حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ سُلَيْمٍ، سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُكْثِرَ اللَّهُ خَيْرَ بَيْتِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ إِذَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَإِذَا رُفِعَ

আনাস ইবনে মালেক رضى الله عنه বলেন, রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেনঃ যে ব্যক্তি চায় যে, তার ঘরে বরকত আসুক, সে যেন সকালের আহার গ্রহণের সময় উযু করে এবং আহার শেষেও উযু করে। [সুনান ইবনে মাজাহ, হা/৩২৬০; দ্বঈফাহ ১১৭]

হাদীছটি ইমাম ইবনে মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। [তাহক্বীক্ব বুসীরীঃ সানাদ দ্বঈফ, তাহক্বীক্ব আলবানীঃ দ্বঈফ ও মুনকার। আল্লামা আলবানী رحمه الله সিলসিলা দ্বঈফাহতে বলেনঃ ইবনু আদী কাসীরের জীবনীতে বলেনঃ সাধারণত আনাস رضى الله عنه হতে তার এ বর্ণনাগুলো নিরাপদ নয়। আমি (আলবানী) বলছিঃ এ কাসীর দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত। বরং তার সম্পর্কে নাসাঈ বলেনঃ متروك তিনি মাতরূক। বূসীরী “আয-যাওয়াইদ” গ্রন্থে বলেছেনঃ জুবারাহ ও কাসীর তারা উভয়েই দুর্বল। ইবনু আবী হাতিম “আল-ইলাল” গ্রন্থে (২/১১) বলেনঃ আবূ যুরয়াহ বলেনঃ হাদীছটি মুনকার। তাহক্বীক্ব আলী যাইঃ সানাদ দ্বঈফ]

◈ হাদীছ নং ২:

حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ مَا رُفِعَ مِنْ بَيْنِ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَضْلُ شِوَاءٍ قَطُّ وَلاَ حُمِلَتْ مَعَهُ طِنْفِسَةٌ ـ صلى الله عليه وسلم ـ

আনাস ইবনে মালেক رضى الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم -এর সামনে থেকে কখনও খাওয়ার পর অবশিষ্ট ভুনা গোশত তুলে রাখা হয়নি (কারণ এই গোশতের পরিমাণ কম হতো) এবং তাঁর জন্য কখনো মোটা বিছানা বহন করা হতো না। হাদীছটি ইমাম ইবনে মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। [সুনান ইবনে মাজাহ, হা/৩৩১০ ; তাহক্বীক্ব বুসীরীঃ সানাদ দ্বঈফ, তাহক্বীক্ব আলবানীঃ দ্বঈফ, তাহক্বীক্ব আলী যাইঃ সানাদ দ্বঈফ জিদ্দান]

◈ হাদীছ নং ৩:

حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " الْخَيْرُ أَسْرَعُ إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي يُغْشَى مِنَ الشَّفْرَةِ إِلَى سَنَامِ الْبَعِيرِ

আনাস ইবনে মালেক رضى الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেনঃ যে ঘরে মেহমানের ভিড় লেগে থাকে সেই ঘরে উটের কুঁজের দিকে দ্রুত ধাবমান ছুরির চেয়েও দ্রুততর গতিতে কল্যান প্রবেশ করে। [সুনান ইবনে মাজাহ, হা/৩৩৫৬ ; মিশকাত ৪২৬০ ; তাহক্বীক্ব বুসীরীঃ সানাদ দ্বঈফ, তাহক্বীক্ব আলবানীঃ দ্বঈফ, তাহক্বীক্ব আলী যাইঃ সানাদ দ্বঈফ জিদ্দান]

◈ হাদীছ নং ৪:

حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ سُلَيْمٍ، سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " مَا مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي بِمَلإٍ إِل قَالُوا يَا مُحَمَّدُ مُرْ أُمَّتَكَ بِالْحِجَامَةِ

আনাস ইবনে মালেক رضى الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেনঃ মি'রাজের রাতে আমি ফেরেশতাদের যে দলকেই অতিক্রম করেছি, তারা আমাকে বলেছেন, হে মুহাম্মাদ! হে মুহাম্মাদ! আপনার উম্মাতকে হিজামা বা রক্তমোক্ষণ করানোর নির্দেশ দিন। [সুনান ইবনে মাজাহ, হা/৩৪৭৯ ; তাহক্বীক্ব বুসীরীঃ সানাদ দ্বঈফ, তাহক্বীক্ব আলবানীঃ সহীহ, তাহক্বীক্ব আলী যাইঃ সানাদ দ্বঈফ]

হাদীছটি ইমাম ইবনে মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীছটি সহীহ কিন্তু জুবারাহ ইবনুল মুগাল্লিস ও কাসীর বিন সুলায়ম এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীছটির ৩৪ টি শাহিদ হাদীছ রয়েছে, ৯ টি খুবই দুর্বল, ১৩ টি দুর্বল, ৫ টি হাসান, ৭ টি সহীহ হাদীছ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ তিরমিযী ২০৫২, ২০৫৩, আহমাদ ৩৩০৬, মু'জামুল আওসাত ২০৮১, ৩১৭৬।

◈ হাদীছ নং ৫:

حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " إِنَّ هَذِهِ أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ عَذَابُهَا بِأَيْدِيهَا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دُفِعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَيُقَالُ هَذَا فِدَاؤُكَ مِنَ النَّار

আনাস ইবনে মালেক رضی الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেনঃ এই উম্মাত হলো অনুগ্রহপ্রাপ্ত। এদের দ্বারাই এদের শাস্তি হবে (পারস্পরিক হানাহানির মাধ্যমে)। ক্বিয়ামাতের দিন প্রত্যেক মুসলিমকে একজন করে মুশরিক সোপর্দ করা হবে এবং বলা হবে, জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য এই হলো তোমার ফিদয়া। [সুনান ইবনে মাজাহ, হা/৪২৯২, সহীহাহ ৯৫৯, ১৩৮১ ; তাহক্বীক্ব বুসীরীঃ সানাদ দ্বঈফ, তাহক্বীক্ব আলবানীঃ সহীহ, তাহক্বীক্ব আলী যাইঃ সানাদ দ্বঈফ। জিদ্দান, আবু দাউদ ৪২৭৮নং এ শাহেদ আছে এবং সেটির সানাদ হাসান]

হাদীছটি ইমাম ইবনে মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীছটি সহীহ কিন্তু জুবারাহ ইবনুল মুগাল্লিস ও কাসীর বিন সুলায়ম এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীছটির ৯৩ টি শাহিদ হাদীছ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ মুসলিম ২৭৬৮, ২৭৬৯ ; আবু দাউদ ৪২৭৮ ; আহমাদ ১৯০৫০, ১৯০৬৫, ১৯১০২, ১৯১৫৬, ১৯১৬০, ১৯১৭০, ১৯১৭৫ ; মুসনাদে বাযযার ৩০৯৯।

উক্ত হাদীছটির শাহেদ:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمَّتِي هَذِهِ أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ، لَيْسَ عَلَيْهَا عَذَابٌ فِي الْآخِرَةِ، عَذَابُهَا فِي الدُّنْيَا الْفِتَنُ، وَالزَّلَازِلُ، وَالْقَتْل

আবূ মূসা رضى الله عنه সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেনঃ আমার এ উম্মাত দয়াপ্রাপ্ত, পরকালে এদের কোনো শাস্তি হবে না, আর ইহকালে তাদের শাস্তি হলো ফিত্বনাসমূহ, ভূমিকম্প ও যুদ্ধ বিগ্রহ। [সুনান আবূ দাউদ, হা/৪২৭৮ ; তাহক্বীক্ব আলবানীঃ সহীহ, তাহক্বীক্ব আলী যাইঃ সানাদ হাসান]

ঞ এক নজরে ছুলাছিয়াত সমূহ ৫

☞ ১. সহীহ বুখারী, হাদীছ নং ১০৯, ৪৯৭, ৫০২, ৫৬১, ১৯২৪, ২০০৭, ২২৮৯, ২২৯৫, ২৪৭৭, ২৭০৩, ২৯৬০, ৩০৪১, ৩৫৪৬, ৪২০৬, ৪২৭২, ৪৪৯৯, ৫৪৯৭, ৫৫৬৯, ৬৮৯১, ৬৮৯৪, ৭২০৮, ৭৪২১।

☞ ২. সুনান আত তিরমিযী, হাদীছ নং ২২৬০।

☞ ৩. সুনান আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৪৭৪৯।

☞ ৪. সুনান ইবনে মাজাহ, হাদীছ নং ৩২৬০, ৩৩১০, ৩৩৫৬, ৩৪৭৯, ৪২৯২।

মোট হাদীছ সংখ্যা ২৯টি।

◈ গ্রন্থপঞ্জী ◈

❋ হাদীছ গ্রন্থসমূহ:

০১. সহীহ আল বুখারী, তাওহীদ পাবলিকেশন্স।

০২. সুনান ইবনে মাজাহ, তাওহীদ পাবলিকেশন্স।

০৩. সুনান আবূ দাউদ, আল্লামা আলবানী একাডেমী।

০৪. জামে/সুনান আত তিরমিযী, হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী।

০৫. সুনান আন নাসাঈ, হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী।

০৬. মুয়াত্তা ইমাম মালিক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

০৭. আল আদাবুল মুফরাদ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

❋ উসূলে হাদীছ:

বাংলা

০১. শরহু নুখবাতিল ফিকার, ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী, ইসলামিয়া কুতুবখানা।

০২. হাদীসের পরিভাষা, ড.মাহমুদ আত তাহহান, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

ইংরেজী

০১. Kitāb Ma'rifat anwā' 'ilm al-hadīth, Imam Ibn as-Salāh al Shahrazūrī, Garnet Publishing.

০২. Mustalah al-Hadeeth, Imam Muhammad Bin Salih Al -Uthaymin

০৩. Usool Al-Hadeeth, Dr. Bilal Philips, International Islamic Publishing House.

❋ ছুলাছিয়াত বিষয়ক:

০১. The “Thulāthiyyāt” Traditions in the Hadith Collections, Harun Verstaen, Student of Cordoba academy.

❋ অন্যান্য:

০১. তোহফায়ে তাকমীল, মুফতী ইসহাক আল গাজী আল কাসেমী, আল আযহার প্রকাশনী।